কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতিসহ দুজনের নামে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলজার হোসেন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমানের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনীর আমলি আদালতে আরজান আলী বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বাদি আরজান আলী আসামি বজলুর রহমানের ভাই।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১৮ সালে আসামিরা বাদীর কাছ থেকে ২লাখ টাকা চাঁদা দাবী কে। চাঁদা না দিলে রাজনৈতিক বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেবার হুমকি প্রদান করে। বাদি চাঁদার টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে যোগসাজস করে গাংনী থানায় মামলা বাদিকে ৩১ নম্বও আসামি করে ওই সময় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বও জি আর নং ২৯০/১৮। মামলার পর পুলিশ বাদিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। ওই সময় বাদির পরিবারকে নানা হুমকি দিয়ে আসামিরা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা আদায় করে। পরে জামিনের নামে বাদির ছেলে বিপ্লবের কাছে থেকে আরও ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে আসামিরা। এখানেই শেষ নয়। মামলা নিষ্পত্তি করে দেওয়ার নাম করে পুনরায় আর এক লাখ টাকা আদায় করে আসামিরা।

বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে সুবিচারের আশায় বাদি ঘটনার চার বছর পর এ মামলা দায়ের করেন।

ঝিনাইদহে নাশকতা মামলায়

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেফতার

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ মামলায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রেজাউল করিম কে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোরে সদর উপজেলার মহিষাকুন্ডু এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত রেজাউল করিম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে। এ ছাড়াও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল আলম এর ছোট ভাই।

ঝিনাইদহ র্যাবের মেজর নাঈম আহমেদ জানান, নাশকতা মামলার আসামী রেজাউল মহিষাকুন্ডু এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। দুপুরে তাকে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়। রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, সরকারি চাকুরী দেওয়ার কথা বলে মানুষের সাথে প্রতারনা করাসহ বহু অভিযোগ ও মামলা রয়েছে বলেও জানায় র্যাব।

মেহেরপুরে সাবেক আমীরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের মামলার আসামি ২৩

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমীর হাজি ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজি গোলাম রসুলকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ২৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে এক শ থেকে দেড়শ জনকে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামায়াতের সাবেক আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের ছেলে তাওফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪(১)(২) উপধারা (১)/৫(১) তৎসহ দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন আদালতের বিচারক শারমিন নাহার মেহেরপুর সদর থানাকে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, বড়বাজার এলাকার যুবলীগ নেতা কাজল দত্ত, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বারিকুল ইসলাম লিজন, নীলমনি সিনেমা হলপাড়ার যুবলীগ নেতা মাহাবুব হোসেন, ১ নং ওয়ার্ডের জুয়েল হোসেন, মল্লিকপাড়া এলাকার যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন, শাহাজিপাড়ার সজল হোসেন, পন্ডেরঘাট এলাকার বায়োজিদ হোসেন, স্টেডিয়ামপাড়ার তুফান আলী, গোভীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের জুয়েল রানা, শহরের পিয়াদাপাড়া এলাকার তৌহিদ হোসেন, চক্রপাড়ার নাসির হোসেন, গোরস্থান পাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ, নতুনপাড়ার রাজীব হোসেন, বামনপাড়ার দরুদ আলী মেম্বর, বন্দর গ্রামের মোমিন আলী, একই গ্রামের আলতাব হোসেন মহুরি, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের সাজু, একই গ্রামের সামিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী বোসপাড়ার নিসান সাবের ও লর্ড মার্কেট এলাকার আসলাম খান পিন্টু।

বাদী তার মামলার আরজিতে লিখেছে, আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ, দা, শাবল, ধারালো হাঁসুয়া, ছিপদা, রামদা, পেট্রোল বোমা ও পেট্রোল সহ সহ নানা প্রকার দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-আইনী জনতাবন্ধে আবদ্ধ হয়ে ওই তারিখে তথাকথিত আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল নামক কোর্টের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষনার পরপরই ১ ও ২ নং আসামীর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও বুনো উল্লাস সহকারে “একটা দুইটা জামাত ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর”, “জামায়াতের আস্তানা এই বাংলায় রাখবোনা”সহ নানা প্রকার ভয়ংকর শ্লোগান দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে আসে। আসামীরা তাদের হাতে থাকা শাবল দিয়ে বাড়ীর নিচ তলার বড় ভাই তারিক মোঃ সাইফুল ইসলামের মালিকানাধীন “মেসার্স তাওহীদ অটো” নামক

মোটর সাইকেল পার্টস ও খুচরা যন্ত্রাংশের দোকানের সামনে সার্টার ও তালা ভাংচুর করে। আসামীরা ছাড়াও অজ্ঞাত আসামীগণ দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে সমস্ত মালামাল লুটপাট করে। তারা ক্যাশ বাকস থেকে ৮৫ হাজার টাকা চুরি করে নেই। একপর্যায়ে পেট্রোল ঢেলে গ্যাস লাইট দিয়ে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেই।

তারা পবিত্র কোরআন শরীফেও আগুন ধরিয়ে দেয়। (যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করে)। দোকানে থাকা টায়ার ও টিউব ব্যাটারীতে আগুন লাগায় আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখায় দোকানের কাঠের র্যাক, শো-কেস সহ সমস্ত জিনিস পত্রাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের কারনে বিল্ডিংয়ের ছাদের ঢালাই পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং ছাদের রড পর্যন্ত গলে বাঁকা হয়ে যায়। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বাদী।

বাদী আরো উল্লেখ করেন, নিচের আগুনের লেলিহান শিখা ভবনটির দ্বিতীয় তলায় পৌছে গেলে সেখানে অবস্থানরত আমার মা, শতবর্ষী দাদী, দুই বছরের শিশু ভাতিজী, আমার স্ত্রী ও বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আকুতি করতে থাকে। আসামীরা আমাদের পরিবার বর্গকে হত্যার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ পথের লোহর কেচি গেট রামদা ও দেশীয় অস্ত্র দ্বারা কোপাতে থাকে। এঘটনায় দ্বিতীয় তলায় অবস্থানরত নারী, শিশু পরিবারের সদস্যবৃন্দ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে আসামীগণ ভয়ভীতিমূলক বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বাড়ির সামনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে চলে যায়।

মামলার বাদি তাওফিকুল ইসলাম বলেন, আমার প্রাণ নাশের হুমকি থাকায় এতোদিন মামলা দায়ের করতে পারিনি। মামলাটি আদালত খুশি হয়ে সরাসরি নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।
মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আমরা এর আগেও এই মামলাটি দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ আনুকুলে না থাকায় মামলাটি দায়ের করা সম্ভব হয়নি। এখন পরিবেশ সৃস্টি হওয়ায় এই আলোচিত মামলাটি করা হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট হয়ে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আদালতে আমরা ন্যায় বিচার পাবো।

এদিকে তৎকালীন জেলা জামায়াতের আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিন বলেন,

ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি ঘরে আগুন জালিয়ে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার।

গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই একাধিকবার জেল খেটেছে।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর!

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকে হদিস নেই সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের। অনেকেই ধারনা করেন তিনি সীমান্ত ফাঁকি দিয়ে ভারত পালিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে গুঞ্জন উঠেছিলো কানাডায় পালিয়েছেন। তবে তিনি কোথায় কেউ জানেন না। সরকার পতনের দিনই বিক্ষুব্ধ জনতা তার মেহেরপুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবার জেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। নিজ দলের দুর্দিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কোনঠাসা করে, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিনি জেলার আওয়ামী রাজনীতি, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টেন্ডার, পন্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকারি অফিসসমূহের নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। জেলার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি অঙ্গনেও থাবা বসান।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্রীড়া সংস্থা, ডায়াবেটিস হাসপাতালসহ, প্রেসক্লাব সর্বত্র তিনি নিজের অযোগ্য লোকদের বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যান। তার এসব অপকর্মের সহায়ক ছিলেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তার বিরোধী বলয়ের কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতেও বারণ করা হতো। তিন খলিফার

সাথে পরামর্শক্রমে প্রশাসন চালাতেন সাবেক ডিসি আতাউল গণি, ড. মনসুর আলম খান ও বর্তমান ডিসি শামীম হাসান। পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক ও জেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীনদের নিয়ে ডিসির ছাদের গোলঘরে নিয়মিত অফিস শেষে সভা বসত। গত নির্বাচনের আগ মুহুর্তে অবশ্য হাসানুজ্জামান মালেকের সাথে মন্ত্রীর দুরত্ব বাড়ে, তাই এক খলিফা বাদ নতুন খলিফা শ্বাশ্বত নিপ্পনের আবির্ভাব হয়। এখান থেকে নানা পরিকল্পনা হত। ব্যতিক্রম ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। তিনি পূর্বসূরিদের অনুসরণ না করে ডিসি অফিসকে দল, মত নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত করেন। ঝিমিয়ে পড়া শিল্পকলা, ক্রীড়া সংস্থা ও পাবলিক লাইব্রেরি পুনর্গঠন ও উপযুক্ত লোক দিয়ে গতিশীল করার পরিকল্পনা করেন।যুগ যুগ ধরে শহরের ভেতর গড়ে ওঠা অবৈধ ট্রাক-বাস স্ট্যান্ড পৌর টার্মিনালে স্থানান্তরসহ নানাবিধ জনবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। https://youtu.be/_xScWUFlbRc?si=mwQgzbq2fRUe_ZCj

মন্ত্রীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে প্রশাসনকে তিনি জনবান্ধব ও গণমুখী প্রশাসনে পরিনত করার নানা উদ্যোগ নেন। কিন্তু এসমস্ত জনবান্ধব উদ্যোগ মন্ত্রী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের রুষ্ট করে। যার ফলে মাত্র ৩ মাসের মাথায় নির্বাচনের আগেই তাকে প্রত্যাহার করে নেন। তার আগেও আরেকজন জেলা প্রশাসক ছিলেন আনোয়ার হোসেন। তিনিও মন্ত্রীর আস্থাভাজন না হওয়াতে মাত্র চার মাসে মেহেরপুর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তার আগে শফিকুল ইসলাম নামের আরেক জেলা প্রশাসককেও বছর খানেকের মধ্যে বদলি করেন ফরহাদ হোসেন।

জেলার যেকোন কর্মকর্তা নির্বিবাধে মন্ত্রী ও তার পরিবারের আদেশ নির্দেশ পালন করতেন। কেউ অন্যথা করলে তার শাস্তি ছিল অবধারিত। ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল মুলত প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর।

২০১৪ সালের পূর্বে এলাকার সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিলনা। ছিলনা রাজনৈতিক কোন পদ পদবী। এলাকায় কোন পরিচিতিও ছিলনা। হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিনাভোটের নির্বাচনে হয়ে যান এমপি। ২০১৮ সালে কথিত রাতের ভোটের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হন। ছাত্রজীবনে তার বিভাগের সিনিয়র তৎকালীন ডিসি ড. আতাউল গণির উপর ভর করে রাতের ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। প্রশাসনকে চরম দলীয়করণ তার সময়েই শুরু হয়। সর্বশেষ বিরোধীদলবিহিন একপেশে নির্বাচনেও তার পছন্দের ডিসি শামীম হাসান ও এসপি রাফিউল আলমের উপর ভর করে নির্বাচনী মাঠ সাজান। তবে,

প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীর অভিযোগে নির্বাচনের আগে এসপি প্রত্যাহার হলেও থেকে যান ডিসি। তার উপর ভর করে কারচুপির নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তবে তার পছন্দেও ডিসি শামীম হাসান এখনও মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুলকে ইতোমধ্যে বদলি করা হয়েছে। তবে নতুন এসপি পদায়ন হয়নি।

জেলার জনপ্রতিনিধিদের সাথে ফরহাদ হোসেনের বিরোধ ছিল। আওয়ামী লীগের বিরোধ নিয়ে কোন সাংবাদিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করলে তাকে বিরোধী দলের ট্যাগ দিয়ে তার সাঙ্গ পাঙ্গদের দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতো। তার বিরোধের জের বিশেষত গাংনী আসনের এমপি শহীদুজ্জামান খোকন, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যক্রমে তার অযাচিত হস্তক্ষেপের কারনে দ্বন্ধ বিরোধের সৃষ্টি হয় ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ হওয়ার প্রেক্ষিতে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এবং তার পরিবার ও আত্মীয়কেন্দ্রিক রাজনীতি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।
সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, অনলাইন জুয়ার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ করবে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে। চোখ রাখুন মেহেরপুর প্রতিদিনে।

দামুড়হুদায় যুবলীগ নেতা জাহিদুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মারামারির ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবলীগ নেতা জাহিদুল এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করলো চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা

(ডিবি) পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়। এক পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। পরে এঘটনায় আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। এরই সুত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের একটি দল যুবলীগ নেতা জাহিদুল মেম্বার কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে আওয়ামী লীগ

সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধরের ঘটনায় বিএনপির এক সমর্থককে কুপিয়ে আহত করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতাকর্মীরা।

এ ঘটনার জেরে উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে অন্তত অর্ধশতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। লুটপাট করা হয়েছে শতাধিক বাড়িঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও গরু ছাগল। বিএনপি সমর্থকরা এসব ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে দাবি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের। আজ রোববার ভোরে উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার বিকেলে ওই এলাকার বাঁকচুয়া লক্ষ্মীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধর করে ওই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসিরুল ইসলাম ও ছাত্রদলের সভাপতি রিপনসহ কয়েকজন।

এ ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিন্টু মালিতাকে কুপিয়ে আহত করে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। এ নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রোববার ভোরে ওই ইউনিয়নের তৈলটুপি, ভায়না, বাগআচড়া, দোবিলা, মালিপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েকশত বিএনপি নেতাকর্মী এসে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং লুটপাট করে।

উপজেলা কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেন দাবি করেন, ভোরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে গ্রামের ঘুমন্ত নিরীহ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে অতর্কিত হামলা করে বিএনপি সমর্থকরা। এ সময় অন্তত অর্ধশতাধিক বাড়িতে ভাঙচুর ও তান্ডব চালোনা হয়। প্রায় শতাধিক বাড়ির আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, ও গরু ছাগল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ অস্বীকার করে ভায়না ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম মাস্টার বলেন, কে বা কারা এসব করেছে সেটি আমরা জানিনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের নেতাদের নামে মিথ্যা প্রচারণার কারণে আমাদের কয়েকজন কর্মীর সাথে

আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাকবিতন্ডা হয়। তার জেরে আমাদের মিন্টু মালিতা নামে এক নেতাকে কুপিয়ে আহত করেছে। আমরা তার চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত।

ভায়না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা তুষার দাবি করেন, গতকাল শনিবার রাত থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের পরিকল্পনা চলছিলো বলে আমরা জানতে পেরেছিলাম। পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা অনেকবার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছি । তবে কেউ সেখানে যায়নি। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত একটানা লক্ষ্মীপুর ও বাঁকচুয়া গ্রামে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চলে। যদি আগে থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের কথার গুরুত্ব দিতো তাহলে এই তান্ডব হতো না। এখন আতঙ্কে শত শত মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে খবর পেয়ে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে যান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের লোকজনের সাথে কথা বলেন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উভয়পক্ষকে আহব্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কোনো পক্ষ থানায় মামলা বা অভিযোগ দেয়নি। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় আলী মুনছুর বাবুসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা

দামুড়হুদার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাব, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সিবিএ নেতা সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ ছেলে সৌমিক হাসান রুপমসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা পরানপুর গ্রামের মসজিদপাড়ার জহির উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে দর্শনা থানায় ৬৯ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৮০/৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

মামলাসুত্রে জানাগেছে, গত ০৭-১২-২২ সালে স্বৈরাচার আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দর্শনা পরানপুর মসজিদপাড়ায় আমার বাস ভবনের সামনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। গত ০৭/১২/২০২২ ইং তারিখে সন্ধা আনুমানিক ৭টার দিকে আমার নিজ বাড়ী ১নং আসামীর নির্দেশে এবং হুকুমে ২নং ও ৩নং আসামী আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য আমার বাড়ীতে আসামীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষন করে এবং বেশ কয়েকটি ককটেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমার বাড়ীতে থাকা নগদ ৭০হাজার টাকা এবং আমার স্ত্রীর ব্যবহার করা দুই ভরি পরিমাণ স্বর্ণের গলার চেইন ও হাতের বালা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং আমার স্ত্রীকে মারধর করে। সেই সময় আমার জীবন রক্ষার্থে আমার বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র রামদা, চাপাতি, দিয়ে আমাকে ধাওয়া করে আমি কিছু দূর পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় পড়ে যায়।

পরে সন্ত্রাসীরা আমাকে ধরে ফেলে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য ১নং আসামীর বাস ভবনে নিয়ে শারিরিকভাবে নির্যাতন করে এবং অমানুষিক ভাবে রাতভর নির্যাতন করতে থাকে। নির্যাতনের কারণে আমি অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর আমার জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমার ডান ‘পা’ ভেঙ্গে গেছে। এবং ১নং আসামীর বাস ভবনে আমার পরিবারের লোকজন আমাকে উদ্ধার করতে গেলে আসামীরা পা ভাঙ্গা অবস্থায় আমাকে ০৮/১২/২০২২ তারিখ সকালে দর্শনা থানায় পুলিশের কাছে দেয় এবং পুলিশ আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করে। দীর্ঘদিন যাবৎ কারা ভোগ করি। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হয়রানি, নির্যাতন ও জীবন নাশের হুমকি ও আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতার কারণে আমি এজহার ও মামলা করিতে সাহস পায়নি।আজ ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করি।

মামলার এজাহার ভুক্ত আসামীরা হলেন- দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, ফারুক হোসেন, মোঃ মুন, আব্দুল হান্নান ছোট, মোঃ মিঠু, মোঃ রাসেল (৩৫), অপু (৩৫), জয়নাল আবেদীন নফর (৪৭), মোঃ মাসুদুর (৬০), মোঃ মোটা সাইদ (৪৫), মোঃ মিল্লাত (৩৫), শরিফুল ইসলাম (৩৫), মোঃ দাউদ (৩৫), মোঃ ডালিম (৪০), খাইরুল (৪০), পিতাঃ হাশেম, সাং-

ঈশ্বরচন্দ্রপুর , ১৬। মোঃ রাশেদ (৪০), পিতাঃ আমির, সাং - ঈশ্বরচন্দ্রপুর , ১৭। লাল্টু (৪২), পিতাঃ মৃত লুৎফর রহমান , সাং ইসলাম বাজার , ১৮। মোঃ সৌমিক হাসান রুপম (৩৭), পিতাঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ , সাং - কেরু মিল পাড়া , ১৯। মোঃ জুয়েল (৩৮), পিতাঃ দুলাল , সাং - ইসলাম বাজার , ২০। মোঃ শরীফ (৫০), পিতাঃ কালু কসাই , সাং - চটকাতলা, ২১। আব্দুল জলিল (৫৫), পিতাঃ অজ্ঞাত , সাং - দর্শনা , আজমপুর, ২২। মোঃ রানা (৩০), পিতাঃ আমির হোসেন , সাং - মোবারক পাড়া , ২৩। মোঃ আক্তার (৩০), পিতাঃ মৃত হানিফ , সাং - মোবারক পাড়া , ২৪। মোঃ আশিক (২৮), পিতাঃ ইমারত , সাং - মোবারক পাড়া , ২৫। মোঃ মারুফ বিল্লাল (জিসান (২৫), পিতাঃ অজ্ঞাত , সাং - মোবারক পাড়া , ২৬। মোঃ ইকবাল (৫৫), পিতাঃ জমির , সাং - মেমনগর, ২৭। মোঃ নোমান (৪২), পিতাঃ মৃত ডাবি , সাং - রামনগর, ২৮। মোঃ রেজাউল (৩২), পিতাঃ খেদের সাং - রামনগর, ২৯। মোঃ পিয়াস (২০),পিতা অজ্ঞাত সর্বসাং - মোবারকপাড়া , ৩০। পিকু (২০), পিতাঃ মনু সর্দার , সাং - রামনগর, ৩১। মোঃ আব্দুল মান্নান (৫০), পিতাঃ আমির হোসেন , সাং - মোবারকপাড়া , ৩২। মোঃ শেখ আসলাম তোতা (৫০), পিতাঃ মৃত করিম , সাং - মোবারকপাড়া , ৩৩। মোঃ সানি (২৮), পিতাঃ ইজা , সাং - পরানপুর , ৩৪। মোঃ জাকারিয়া আলম (৫৫), পিতাঃ আনোয়ার হোসেন , সাং - পুরাতন বাজার 'স' মিল পাড়া , ৩৫। মোঃ ছলেমান (৫৫), পিতাঃ আফসার আলী , সাং - বামনগর, ৩৬। মোঃ শাহ আলী (৩০), পিতাঃ আফসার। আলী , সাং - মেমনগর, ৩৭। মোঃ আব্দুল হাকিম (৫৫), পিতাঃ আবু তাহের , সাং - দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড সিএন্ডবিপাড়া , ৩৮। মোঃ ইসমাইল হোসেন (৫৫), পিতাঃ মোঃ বদর উদ্দীন , সাং - দর্শনা বাসস্ট্যান্ডপাড়া , ৩৯। মোঃ সাধন (৪৪), পিতাঃ টিপু ডাক্তার , সাং - দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড মাস্টারপাড়া , ৪০। মোঃ রুস্তম আলী (৬০), পিতাঃ অজ্ঞাত , সাং দর্শনা শ্যামপুর হিন্দু পাড়া , ৪১। ইদ্রিস আলী (৫৫), পিতাঃ মৃত সুন্নত আলী , সাং - দর্শনা ইসলাম বাজার , ৪২। মোঃ হায়দার আলী (৫৫), পিতাঃ অজ্ঞাত , সাং - দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড সিএন্ডবিপাড়া , ৪৩। মোঃ শহীদুল ইসলাম (৫০), পিতাঃ মান্দার ডাক্তার , সাং - দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড মাস্টারপাড়া , ৪৪। মোঃ হিরন (৫০), পিতাঃ অজ্ঞাত , সাং - দর্শনা আমতলাপাড়া , ৪৫। মোঃ আব্দুল জলিল (৪০), পিতাঃ আব্দুল কাদের , সাং - আজমপুর, ৪৬। মোহাম্মদ আলী (৪০), পিতাঃ ছোট , সাং - কলেজপাড়া, ৪৭। মোঃ ফয়সাল (৪৫), পিতাঃ রমজান আলী , সাং - মেমনগর, ৪৮। ফলেহার (৩৫), পিতাঃ রমজান আলী , সাং - মেমনগর, ৪৯। সুমন (৩০), পিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক , সাং - কেরু হাসপাতাল পাড়া , ৫০। মোঃ তপু (৩৫), পিতাঃ ছবিল , সাং - দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর , ৫১। পারভেজ (৩৫), পিতাঃ অজ্ঞাত , সাং - কলেজপাড়া, ৫২। শাহ আলম ড্রাইভার (৬০), পিতাঃ

অজ্ঞাত , সাং - কেরু স্কুল পাড়া , ৫৩। আব্দুস সালাম (৩৫), পিতাঃ আব্দুস সাত্তার , সাং - হঠাৎপাড়া , ৫৪। সুমন (৩০), পিতাঃ মোঃ ইউসুফ, সাং - বড় দুধ পাথিলা দক্ষিনপাড়া , ৫৫। রিপন (৩৫), পিতাঃ আজিজুর রহমান , সাং - কেরু প্রাইমারি স্কুল পাড়া , ৫৬। মোঃ ফরাদ হোসেন , (৪০), পিতাঃ মৃত ফজলুল করিম , সাং - দর্শনা আজমপুর , ৫৭। ফারদিন সোহেল (৪০), পিতাঃ আব্দুর রশিদ , সাং - কেরু হাসপাতালপাড়া , ৫৮। হবা জোয়াদ্দার (৫৫), পিতাঃ মৃত আপু জোয়াদ্দার , ৫৯। মামুন শাহ (৪৩), পিতাঃ মৃত কাউসার আলী , ৬০। মাসুম (৩৫), পিতাঃ হুজুর আলী, উভয়সাং- দক্ষিন চাঁদপুর , ৬১। মোঃ রবিউল হক সুমন (৫০) পিতাঃ মৃত শহর আলী মোল্লা , সাং - আজমপুর, ৬২। বিল্লাল হোসেন (৫৫) পিতাঃ রবজেল মিয়া , সাং - জুড়া বটতলা শ্যামপুর , ৬৩। মোঃ ফাহিম (২০), পিতাঃ মৃত - মনজু, সাং - দর্শনা থানা পাড়া , ৬৪। আশরাফুল ইসলাম (৪২), পিতাঃ খাদিমুল হক , সাং - কেনা প্রাইমারি স্কুল পাড়া , ৬৫। নাসির (৪৫), পিতাঃ ফৌজো , ৬৬। আজিজ ড্রাইভার (৬০), পিতাঃ অজ্ঞাত , উভয়সাং আনোয়ারপুর , ৬৭। গোলাম ফারুক আরিফ (৫৫), পিতাঃ মৃত মজিবর রহমান , সাংৼ দর্শনা ইসলাম বাজার , ৬৮। সান্টু (৫৫), পিতাঃ মৃত বাদশা , সাং - কেরু হাসপাতাল পাড়া , ৬৯। রহমান (৪৫), পিতাৎ মৃত রওশন কাসারী , সাং - ইসলাম বাজার , সর্ব থানা - দর্শনা , চুয়াডাঙ্গা।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত শফিউল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি এজহার দাখিল হয়েছে।

মেহেরপুরে আ . লীগ নেতা মোমিনসহ ৫১ জনের নামে ২টি মামলা

মেহেরপুরে বিএনপি কর্মী মোঃ আশরাফুজ্জামানের বাড়িতে হামলা , লুটপাট , সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ডের অপরাধে সদর আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলামসহ ৫১ জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পৃথক ২ টি মামলা দায়ের হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৭ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল

ম্যাজিষ্ট্রেট-১ শারমিন নাহারের আদালতে মামলা ২টি দায়ের করা হয়। আদালত মামলা আমলে নিয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এফআইআর ভুক্ত করার নির্দেশ দেন।
মামলার অপর আসামীরা হলেন, স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী জেলহার হোসেন, কাওছার আলী, মিলন শেখ, ওমর আলী, মামুন শেখ, সিরাজ মিয়া, হিয়া শেখ, শফিকুল ইসলাম, ইন্তু মিয়া, রিন্টু মিয়া, মামুন কারিকর, শামিম রেজা, আবু রাসেলসহ অন্যান্যারা।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ১৯ ডিসেম্বরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা রাতের বেলায় হঠাৎ বাড়িতে আক্রমন করে। বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে আমি, আমার স্ত্রী সন্তান, বাবা মাকে নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এসময় তারা বাড়িতে লোহার ফটকটি ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে আসবাব পত্র সব নিয়ে যায়। ঘরের দরজা জানালার লোহার গ্রিল ভেঙ্গে নিয়ে যায়। আলমারি ভেঙ্গে নগদ টাকাসহ মুল্যবান স্বর্নের গহনা নিয়ে যায়। তৎকালিন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে থানা এ ব্যাপারে কোন মামলা নেয়নি। দির্ঘদিন থেকে তারা নানা অজুহাতে হয়রানি, মামলা করে আসছে। তাদের সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ডের জন্য নিজের বাড়িতে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। এমনকি বাড়ির গরু ছাগল, হাস মুরগিও ছাড় পাইনি। যাওয়ার সময় লেপ তোশক, আসবাব পত্র, পোশাক আশাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেই।

মামলার বাদি পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন মামলার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আদালত মামলা আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ডিবির হাতে হাসানুল হক ইনু আটক

১৪ দলের অন্যতম শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

আজ সোমবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। ডিবির গুলশান বিভাগের উপ কমিশনার কাজী জিয়া উদ্দিন গণমাধ্যমকে জানান, ইনুর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। যে কোনো

একটা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে।

সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এর আগে গত ২২ আগস্ট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননও গ্রেপ্তার হন।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।

সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের নামে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা হয়েছে।

১৪ দল নেতা রাশেদ খান মেনন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর নামেও হত্যা মামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীসভা সদস্যদের নামে গণহত্যার অভিযোগ করা হয়েছে।

এসব মামলায় এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাঈদ আহমেদ পলক এবং সাবেক উপমন্ত্রী আরিফ খানসহ অনেকে।

সূত্র: ইত্তেফাক